আল-ক্বাসিম বিন সাল্লাম رحمه الله -এর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা

একটি সংক্ষিপ্ত জবাব

PROJECT GUIDING LIGHT

আল-ক্বাসিম বিন সাল্লাম رحمه الله-এর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা

একটি সংক্ষিপ্ত জবাব

মূল:

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله الذي رفع أهل التوحيد وفضّلهم، وأذلَّ أهل الشرك وأخزاهم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف رحمة للعالمين.

أما بعد:

সম্প্রতি বিতর্ক পরিমণ্ডল এবং মুরজিয়াদের চক্রে একটি উক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেখানে তারা দাবি করছে যে, সালাফের কোনো ইমামের একটি স্পষ্ট উক্তি তাদের হাতে আছে, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শরীয়তের বিরোধী মনগড়া আইন প্রণয়ন করা কেবল একটি গুনাহ, শির্ক বা কুফর নয়। অথচ এর বিপরীত দলিল কুরআন, সুন্নাহ, সালাফ এবং পুণ্যবান খালাফদের বক্তব্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবুও আমাকে এই শুবহাটির জবাব দিতে বলা হয়েছে—যদিও এটি আমার শোনা সবচেয়ে নিকৃষ্ট শুবহাগুলোর মধ্যে একটি। আমি কেবল এটির জবাব দিচ্ছি আমাদের প্রতিপক্ষদের হতাশা এবং মৌলিক প্রাসঙ্গিক আরবি বোঝার অক্ষমতা ও অজ্ঞতা তুলে ধরার জন্য। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন এটি সত্যান্বেষী লোকদের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম হয় এবং অহংকারীদের বিরুদ্ধে হুজ্জাহ হয়ে যায়।

আমি আল্লাহর সাহায্য কামনা করে বলছি:

যখন আপনি আপনার মতামত সমর্থনে দলিল পেশ করবেন, তখন ন্যূনতম এতটুকু নিশ্চিত হওয়া জরুরি যে, আপনি যে গ্রন্থ বা লেখককে উদ্ধৃত করছেন, সেই গ্রন্থ বা লেখক সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন—তিনি কীভাবে নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেন, তার শব্দের উদ্দেশ্য কী, এমনকি এইটুকুও নিশ্চিত করুন যে, আপনি যে অধ্যায়ের রেফারেন্স দিচ্ছেন, সেখানে আপনার দাবিকে খণ্ডন করে—এমন কোনো উক্তি নেই

এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক যে কোনো লেখকের শব্দ উদ্ধৃত করে, তার নিজের মনগড়া প্রসঙ্গ যোগ করা হয়, যা লেখকের ভাষাগত ও স্পষ্ট অর্থের বিরোধী। পাশাপাশি, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞতাবশত লেখকের সেই শব্দের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করা হয়।

মাদখালি সিরিজ জুড়ে আপনারা দেখেছেন, আধুনিক যুগের মুরজিয়াদের জন্য এটি একটি স্বাভাবিক রীতি— ইচ্ছাকৃত প্রতারণা থেকে শুরু করে সত্যের প্রতি অহংকারী অস্বীকৃতি পর্যন্ত।

বিশেষভাবে 'তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ'-এর বিষয়টির ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করবেন, যখনই তারা সালাফ অথবা পুণ্যবান খালাফের কোনো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে, এর ফলাফল প্রায়শই ভয়াবহ হয়।

তারা যে নির্দিষ্ট উদ্ধৃতিটি এনেছে, তার সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো এটি তাদের নিজস্ব অবস্থান কিংবা বর্তমান সময়ে প্রচলিত 'তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ' ধারণার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন

প্রথমে, আসুন আমরা সেই উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করি, যা তারা হঠাৎ করেই আহলে সুন্নাহর আক্বিদাহ'র বিরুদ্ধে চূড়ান্ত খণ্ডনকারী হিসেবে প্রচার করছে। আমি আল্লহর কাছে দুআ করি, যেন আমি আহলে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হই এবং এই পবিত্র ও নির্ভেজাল আক্বিদাহকে রক্ষাকারীদের মধ্যে থেকে যাই।

প্রথমে আমরা এই অধ্যায়টির নাম দিয়ে শুরু করব, যা হলো:

باب الخروج من الإيمان بالمعاصي

অধ্যায়: পাপের মাধ্যমে ইমান থেকে বের হওয়া।

সুতরাং, শুরু থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে, এই মহান ইমাম (রহ.) এই অধ্যায়ে যে সব পাপের কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছেন, সেগুলো ঈমানের উচ্চ মর্যাদা থেকে বের করে দেয়— ঈমানের মূল সত্ত্বা থেকে

নয়। তিনি শুরু করেছেন কুরআন ও রাসূল (-(ﷺএর হাদীসে বিভিন্ন পাপকে কীভাবে বিভিন্ন পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তা উল্লেখ করে। তিনি বলেন যে, কিছু পাপকে ঈমানের অনুপস্থিতি, মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্নতা, কুফর বা শিরকের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও এই চার প্রসঙ্গে এসব পাপের উল্লেখ রয়েছে, তবে এর অর্থ আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এরপর তিনি তাদের কথা উল্লেখ করেন যারা এ বিষয়ে ভুল বুঝেছেন এবং তাদের প্রতি জবাব দিয়েছেন। শেষে তিনি এই অধ্যায়ের (আনঅফিশিয়াল) উপবিভাগটি সমাপ্ত করেন আহলুস সুন্নাহর আকিদার সারসংক্ষেপ দিয়ে, এটা বলার মাধ্যমে:

وَإِنَّ الَّذِي عِندَنَا فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهُ: أَنَّ الْمَعَاصِيَ وَالذُّنُوبَ لَا تُزِيلُ إِيمَانًا، وَلَا تُوجِبُ كُفْرًا، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا تَنْفِي مِنَ الْإِيمَانِ حَقِيقَتَهُ وَإِخْلَاصَهُ الَّذِي نَعَتَ اللَّهُ بِهِ أَهْلَهُ.

আর আমাদের অবস্থান এই সম্পূর্ণ বিষয়ে [এই অধ্যায়ে] হলো: গুনাহ ও সীমালঙ্ঘন ঈমানের মূল সত্তাকে বিলুপ্ত করে না, আর তা কুফরীও আবশ্যক করে না; তবে তা ঈমানের উচ্চ মর্যাদা ও তার সংশ্লিষ্ট ইখলাসকে নষ্ট করে, যার মাধ্যমে আল্লহ্ ﷻতার অনুসারীদেরকে বিশেষিত করেছেন।

তারপর তিনি এটা প্রমাণ করতে আল্লাহর আয়াত উদ্ধৃত করেন। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন কিভাবে এই আয়াতগুলো তার দাবিকে সমর্থন করে, এবং তিনি আরও সহায়ক প্রমাণ উপস্থাপন করেন, আরবদের ঐতিহ্যবাহী ভাষার অভ্যাস ও ভাষাতত্ত্বও তার দাবিকে সুদৃঢ় করতে ব্যবহার করেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যা আমি শেষে আপনার সামনে উপস্থাপন করব, তাই আমি এগিয়ে যাওয়ার সময় এটা মনে রাখুন। এখন এই প্রেক্ষাপটে, আমরা আমাদের মতাদর্শিক বিরোধীদের উদ্ধৃত বক্তব্য উপস্থাপন করব, এবং আমি আল্লাহর কাছে তাদের হিদায়াতের দুআ করি, বিশেষত তাদের মধ্যে যারা আন্তরিক

তারা আবু উবাইদা আল-কাসিম বিন সাল্লাম (-(رحمه الله)কে উদ্ধৃত করে বলেন, এ পর্যন্ত আমরা তার থেকে যা উল্লেখ করেছি তা সংক্ষেপে বলতে গেলে, কুফর, শির্ক, নিফাক ইত্যাদির প্রসঙ্গে কখনও কখনও পাপাচারও উল্লেখ করা হয়।

فَقَدْ أَخْبَرَكَ أَنَّ فِي الذُّنُوبِ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً تُسَمَّى بِهَذَا الاسْمِ ، وَهِيَ غَيْرُ الْإِشْرَاكِ الَّتِي يُتَّخَذُ لَهَا مَعَ اللَّهِ إِلَهُ غَيْرُهُ ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ، فَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأَبْوَابِ عِندَنَا وُجُوهٌ إِلَّا أَنَّهَا : أَخْلَاقُ الْمُشْرِكِينَ ، وَتَسْمِيَاتُهُمْ، وَسُنَنُهُمْ ، وَأَلْفَاظُهُمْ، وَأَحْكَامُهُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَأَمَّا الْفُرْقَانُ الشَّاهِدُ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ، فَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ بِكُفْرٍ يُنْقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ».

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: «كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ».

“সুতরাং, তিনি আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, গুনাহের মধ্যে কিছু প্রকার গুনাহ আছে যেগুলোকে এই নামে (অর্থাৎ শিরক) অভিহিত হয়, অথচ তা সেই শিরক নয় যার মাধ্যমে আল্লহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করা হয়—আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্ব, মহান সম্মানে অধিষ্ঠিত। আমাদের দৃষ্টিতে এসব বিষয় শিরক নয় বরং মুশরিকদের আচার-আচরণ, তাদের উপাধি, তাদের রীতিনীতি, তাদের উক্তি, তাদের আহকাম (বিধান) এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য কাজ-কর্ম মাত্র। আর এই নীতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের মানদণ্ড হলো আল্লহর বাণী: 'আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির' [সূরা আল-মায়িদাহ: 44]।

ইবনে আব্বাস ((رضي الله عنه বলেছেন: 'এটি এমন কুফর নয় যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়'।

আতা ইবনে আবি রাবাহ ((رضي الله عنه বলেছেন: 'এটি ছোট কুফর (কুফর দুনা কুফর)'।”

আমাদের মতাদর্শের বিরোধীরা এখানে অতিউৎসাহে (এবং অজ্ঞতাবশত) যে দাবিটি উত্থাপন করছে, তা হলো তাদের এই কথা [ররূপকভাবে]—"দেখো, মহান ইমাম আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম বলেছেন: **أَحْكَامُهُمْ**, সুতরাং এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে এই মহান ইমাম মানবরচিত আইন প্রণয়নকে কেবল গুনাহ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, তোমাদের 'খাওয়ারিজ'দের দাবি মতো বড় শিরক হিসেবে নয়!"

এমন কথা বলাটা 'পাগলামির চেষ্টা' বললেও কম বলা হবে। এছাড়াও, সবচেয়ে চরম মুরজিয়া স্কলাররাও কখনো এই উদ্ধৃতিটি তাদের মতো করে ব্যবহার করেননি, যেভাবে এরা ব্যবহার করতে চাইছে। যাই হোক, ইনশাআল্লহ, আমরা একে একাধিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করব।

১ম প্রমাণ

প্রথম যে বিষয়ে আমাদের ফোকাস করতে হবে, যেখানে তিনি বলেছেন:

وَأَمَّا الْفُرْقَانُ الشَّاهِدُ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ، فَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ

এই মহান ইমামের সুন্দর ও স্পষ্ট বক্তব্যটি দেখুন:

"আমরা কিভাবে এই নীতিমালা প্রয়োগ করব, তার মানদণ্ড হল আল্লাহর বাণীর অর্থ।"

তিনি কোন আয়াত উদ্ধৃত করেছেন? সুরা আল-মায়িদার সেই বিখ্যাত আয়াত: "আর যারা আল্লহ যা নাযিল করেছেন, তার দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।"[৫:৪৪]

আপনারা কি " يَحْكُمْ "শব্দের সালাফদের বুঝানো অর্থ ভুলে গেছেন? কখন থেকে এটি শুধু মানব-প্রণীত আইন দ্বারা বিচার করার সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়?

যে কোনো মূল্যে আমাদের খণ্ডন করার আকাঙ্ক্ষা কি আপনাদের ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক নীতির প্রতিও অন্ধ করে দিয়েছে?

আমরা জানি যে প্রতিটি হুকমই একটি 'আমাল (কর্ম), এজন্যই বলা হয়ে থাকে — **من فعل فقد حكم**

"যে [কোন কিছু] করল, সে ফয়সালা করল।"

অতএব, প্রতিটি এমন কর্ম যা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন এর বিপরীতে যায়, বাস্তবিক অর্থে তা হলো – "হুকমু বিগ্বরি মা আনযালাল্লহ" [আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ফয়সালা]; অন্যদিকে এমন প্রতিটি কর্ম যা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে বাস্তবিক অর্থে তা হলো "হুকমু বিমা আন যালাল্লহ" [আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা দ্বারা ফয়সালা করা]। এটি একটি মৌলিক বিষয়।

আল-কাসিম বিন সাল্লাম(رحمه الله) أَحْكَامُهُمْ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন প্রসঙ্গে? তিনি এর পাশাপাশি কী উল্লেখ করেছেন? তিনি তাদের أَخْلَاقُ (আচরণ), وَتَسْمِيَتُهُمْ (তাদের লেবেল/উপাধি), وَسُنَنُهُمْ (তাদের ঐতিহ্য), (وَأَلْفَاظُهُمْবক্তব্য) এবং وَأَحْكَامُهُمْ (তাদের কর্ম) এর কথা উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি কী বলেন?) وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْএবং তাদের বিষয়াবলির মধ্যে অনুরূপ অন্যান্য জিনিসও)

কীসের সাথে সদৃশ্য? তাদের কাজের ক্ষেত্রে সদৃশ্য। অর্থাৎ, এখানে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, সবই একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং "তাদের কাজ যা দ্বারা তারা পরিচিত" এই শ্রেণীর অধীনে পড়ে। এই মহান ইমাম এখানে যে নীতি ব্যবহার করেছেন, তা আরবি ভাষায় পরিচিত হিসেবে: التكرارا المعنوي or تنويع العبارة

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারি যে, যখন ইমাম বিভিন্ন ধরনের সাধারণ কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করছেন, তিনি তা জোর দিতে এবং সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য করছেন, পার্থক্য বোঝানোর জন্য নয়। আপনি পড়া চালিয়ে গেলে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২য় প্রমাণ

এরপর আল-কাসিম ইবন সাল্লাম (রহ.) বলেছেন:

فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ لَيْسَ بِنَاقِلٍ عَن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، أَنَّ الدِّينَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ خَالَطَهُ ذُنُوبٌ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا أَخْلَاقُ الْكُفَّارِ وَسُنَّتُهُمْ ، عَلَى مَا أَعْلَمْتُكَ مِنَ الشَّرْكِ سَوَاءً، لِأَنَّ مِنْ سُنَنِ الْكُفَّارِ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

"সুতরাং, আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট হলো যে (এই সমস্ত কর্ম) এমন নয় যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, এবং ব্যক্তির ধর্মের মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ন থাকে ঠিক যেমন ছিল, এমনকি যদি পাপ তার সাথে মিশেও যায়। কারণ (এই কর্মগুলির) প্রকৃত অর্থ কুফফারদের আচার-আচরণ ও প্রথা ছাড়া আর কিছুই নয়,

যেমন আমি আপনাকে জানিয়েছি [কোনো কোনো প্রসঙ্গে] শির্কের বিষয়ে, কারণ কাফিরদের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত আচরণ করা।"

আপনি কি পূর্বের passage-এ লক্ষ্য করেছেন, তিনি কীভাবে উল্লেখ করেছেন " إِلَّا أَنَّهَا : أَخْلَاقُ الْمُشْرِكِينَ ، وَتَسْمِيَاتُهُمْ، وَسُنَنُهُمْ ، وَأَلْفَاظُهُمْ، وَأَحْكَامُهُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ", এবার তিনি তাদের অধিকাংশকে বাদ দিয়েছেন এবং শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন: "إِلَّا أَخْلَاقُ الْكُفَّارِ وَسُنَّتُهُمْ"."

তিনি দুই জায়গায় "إلا"(যার মানে "শুধু") ব্যবহার করেছেন, যা কোনো কিছুকে সীমিত করতে ব্যবহৃত হয়। এখন, তিনি যদি দুই জায়গাতেই "শুধু" দিয়ে কথা শুরু করেন, কিন্তু এক জায়গায় " وَأَحْكَامُهُمْ " وَتَسْمِيَاتُهُمْ أَلْفَاظُهُمْবাদ দেন, তাহলে এটা বিশ্বাস করা ভাষাগতভাবে অসম্ভব যে " وَأَحْكَامُهُمْ "বাকি কথাগুলো থেকে আলাদা—এটা হয় বিশেষ কোনো কাজ, নয়তো সাধারণ কোনো কাজ। আসলে, সবগুলোই প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা যায়, শর্তসাপেক্ষে। এটা বোঝা মৌলিক পড়ার দক্ষতা।

৩য় প্রমাণ

আল-কাসিম বিন সাল্লাম رحمه الله কীভাবে বলেছেন তার দিকে খেয়াল করুন:

أَنَّ الدِّينَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ خَالَطَهُ ذُنُوبٌ.

দ্বীনের মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ন থাকে ঠিক যেমন ছিল [এমনকি যদি পাপ তার সাথে মিশেও যায়।]

অতএব, ব্যাক্তির দ্বীন অক্ষুণ্ন থাকে, এমনকি যদি পাপ তার সাথে মিশে থাকে। আমি আপনাকে আল্লহর নামে জিজ্ঞাসা করছি, কোনো ব্যক্তির দ্বীন অক্ষুণ্ন থাকবে কি না, যদি সে নিজে একটি নতুন দ্বীন তৈরি করে এবং মানুষকে তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে? অবশ্যই না।

এটাই হলো সেই বাস্তবতা যা ঘটে যখন কেউ জেনে-শুনে এমন আইন প্রণয়ন করে যা আল্লাহর শরীয়াহর বিরোধী এবং মানুষকে তা চাপিয়ে দেয়। সে একটি নতুন দ্বীন সৃষ্টি করেছে।

আল্লহ ﷻ বলেন:

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٦

অতঃপর ইউসুফ তার নিজ ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির আগে অন্যদের মাল তল্লাশি শুরু করল। অতঃপর সেটি তার নিজ ভাইয়ের মালপত্র থেকে বের করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম। রাজার আইন অনুযায়ী সে তার সহোদর ভাইকে আটক করতে পারত না-আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত। আমি যার জন্য ইচ্ছে করি মর্যাদা উচ্চ করি, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন একজন সর্বজ্ঞ।[১২:৭৬]

ইবনে জারীর رحمه الله এই আয়াতের উপর মন্তব্য করে বলেন:

وقوله : مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ، يَقُولُ: مَا كَانَ يُوسُفَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي حُكْمِ مِلْكِ مِصْرَ وَقَضَائِهِ وَطَاعَتِهِ مِنْهُمْ.

আর তাঁর বাণী: {সে রাজার ধর্ম (আইন) অনুযায়ী তার ভাইকে (দাস হিসেবে) গ্রহণ করতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ তা চেয়েছিলেন।}, তাঁর বাণী [অর্থে]: ইউসুফের পক্ষে মিশরের রাজার আইন অনুযায়ী তার

ভাইকে (দণ্ড দেওয়া বা গ্রেফতার করা) গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, এবং অনুরূপভাবে তিনি যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন...।

ইবনে কাসীর **رحمه الله** এই আয়াতের উপর মন্তব্য করে বলেন:

وَقَوْلُهُ : مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذَهُ فِي حُكْمِ مَلِكِ مِصْرَ، قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ.

এবং তাঁর বাণী: {তিনি রাজার আইন অনুযায়ী তার ভাইকে (দাস হিসেবে) গ্রহণ করতে পারতেন না, তবে আল্লাহ তা চাইলে (ভিন্ন কথা)} এর অর্থ হলো: ইউসুফের পক্ষে মিশরের রাজার আইন/বিধান অনুযায়ী তার ভাইকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব ছিল না। আদ-দাহহাক ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারীগণ এ কথা বলেছেন।

আল-বাঘাওয়ি **رحمه الله**এই আয়াতের উপর মন্তব্য করেন:

فِي دِينِ الْمَلِكِ أَيْ: فِي حُكْمِهِ

{রাজার ধর্ম (আইন) অনুসারে (দাস হিসেবে)}, অর্থ: তাঁর আইন/বিধান অনুযায়ী।

এখানে আমরা কী লক্ষ্য করছি? ধর্ম, দ্বীন, এবং হুকুম, আইন/বিধান [জনগণের উপর প্রয়োগের জন্য]—এগুলো সবই পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য। অর্থাৎ, যখন কেউ জনগণকে শাসন করার জন্য নতুন আইন-ব্যবস্থা নিয়ে আসে, সে আসলে তাদের জন্য একটি নতুন দীন নিয়ে এসেছে। এই বিষয়ে অনেক কিছু বলা যায়, যা ইতিমধ্যে মাদখালি সিরিজ-এ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদি কেউ নিজেই একটি নতুন দীন নিয়ে আসে—যা মানুষকে অনুসরণ বা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য—তাহলে তার নিজের দীন নিঃসন্দেহে অক্ষত থাকতে পারে না। আপনি ভাবতেই পারেন, এটা কি প্রাথমিক বিষয় নয়?

যারা আপত্তি করতে চাইবে এবং বলবে: "ঠিক আছে, আপনি বলেছেন যখন আল-কাসিম বিন সাল্লাম বলেছেন ' ,'وَأَحْكَامُهُمْ'এর অর্থ হলো কর্ম— তাহলে এখানে 'হুকম' শব্দের অর্থও কর্ম বলা যায় না কেন?"

আসলে সমস্যা হলো, এখানে ইতিমধ্যেই 'এই দ্বীন' কী তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো আইন/বিধান। আল-কুরতুবী এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ আলিমগণ সালাফদের বক্তব্য অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট দীন/হুকম যা বোঝানো হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন:

وَقَالَ قَتَادَةُ: بَلْ كَانَ حُكْمُ الْمَلِكِ الضَّرْبَ وَالْغُرْمَ ضِعْفَيْنِ

কাতাদাহ বলেছেন: বরং রাজার আইন/বিধান ছিল চোরকে প্রহার করা এবং তার চুরি করা জিনিসের দ্বিগুণ জরিমানা করা।

৪র্থ প্রমাণ

ইমাম সরাসরি তার পরেই চালিয়ে যান এবং বললেন:

أَلَا تَسْمَعْ قَوْلَهُ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] ؟ تَأْوِيلُهُ عِندَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ:

أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، كَانَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ إِنَّمَا هُوَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَذَلِكَ كَانُوا يَحْكُمُونَ.

আপনি কি তাঁর এই বাণী শোনেননি: "তারা কি অজ্ঞতার যুগের ফায়সালা কামনা করে?"[সূরা আল-মায়িদা: ৫০]। তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর অর্থ হলো— যে ব্যক্তি ইসলামের দীন থাকা সত্ত্বেও আল্লহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা ফায়সালা করে (বা কর্ম করে), তাহলে সে ফায়সালা (বা কর্ম) করার দিক থেকে জাহিলিয়্যাতের মানুষদের মতো; কারণ জাহিলিয়্যাতের লোকেরা এভাবেই ফায়সালা (আমল) করতো।

এটা কি এর চেয়ে আরও পরিষ্কার হতে পারে? 'হুকম' শব্দটি এখানে শুধুমাত্র 'কাজ/আমল' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরোধী কোনো কাজ করলে (গুনাহ করলে) মানুষ জাহিলি যুগের মতো হয়ে যায়। পরে তিনি স্পষ্ট করেন যে, জাহিলিরা ঠিক এভাবেই কাজ করত। এখানে 'মানবসৃষ্ট আইন'—আজকাল আমরা যে অর্থে বুঝি, তা প্রযোজ্য নয়; কারণ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ, আগের বা পরের আলোচনা—কোনোটাই এমন অর্থ সমর্থন করে না।"

যখন লেখক অনুচ্ছেদে বলেছেন (যেটি পূর্বে উল্লেখ্য করেছি):

لِأَنَّ مِنْ سُنَنِ الْكُفَّارِ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

কারণ কাফেরদের পন্থা হল, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত কাজ করা।

অথবা যখন তিনি এই অংশে বলেছেন:

كَانَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛

إِنَّمَا هُوَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَذَلِكَ كَانُوا يَحْكُمُونَ.

তাহলে সে ফায়সালা (বা কর্ম) করার দিক থেকে জাহিলিয়্যাতের মানুষদের মতো; কারণ জাহিলিয়্যাতের লোকেরা এভাবেই ফায়সালা (আমল) করতো।

যদি এটি আমাদের মতাদর্শের বিরোধীদের কথা মতো সত্যিই হয়, যে এটি মানুষের তৈরি আইন প্রণয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে নিশ্চয়ই লেখক এ ধরনের একটি স্পষ্ট উদাহরণ দিতেন?! তিনি বলছেন যে জাহিলিয়yahর মানুষরা এ জন্য পরিচিত ছিল, তাই নিশ্চয়ই তিনি এর কিছু উদাহরণ দেবেন, অন্তত একটি তো দেবেনই, তাই না? নিশ্চয়ই তিনি মানুষের তৈরি আইন প্রণয়ন করে দুটি পক্ষের মধ্যে বিচারের উৎস হওয়ার একটি উদাহরণ দেবেন। নিশ্চয়ই...?

লেখক উল্লিখিত বিষয়টি উল্লেখ করার পর সরাসরি তার বক্তব্য আরও স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ দিয়ে চলেছেন।

তিনি رحمه الله বলেন: وَهَكَذَا قَوْلُهُ: "ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ : الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالْأَنْوَاءُ"

এবং একইভাবে তার বক্তব্য: "তিনটি জিনিস জাহিলিয়াতের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত: বংশের নিন্দা করা, মৃতদের জন্য বিলাপ করা এবং তারার প্রভাবে বিশ্বাস করা (আল-আনওয়া)।"

আমি এখানে মানুষের তৈরি কোনো আইনের উল্লেখ বা উদাহরণ দেখছি না, যা দুটি পক্ষের মধ্যে রায়ের উৎস হতে পারে। সম্ভবত তিনি এটি পরে আলোচনা করবেন?

তিনি বলতে থাকেন: وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ جَرِيرٍ وَأَبِي الْبُخْتُرِيِّ الطَّائِي: "ثَلَاثٌ مِنْ سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَصَنْعَةُ الطَّعَامِ ، وَأَنْ تَبِيتَ الْمَرْأَةُ فِي أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِمْ".

এবং এর অনুরূপ বর্ণনা জারীর ও আবুল বুখতুরী আত-তায়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে: "তিনটি বিষয় জাহিলিয়াতের রীতির অন্তর্ভুক্ত: উচ্চস্বরে বিলাপ করা (মৃতের জন্য), (শোককারী পরিবারের পক্ষ থেকে)

অতিথিদের জন্য খাবার প্রস্তুত করা এবং কোনো নারীর পক্ষে মৃতের পরিবারের সাথে রাত কাটানো অথচ সে তাদের পরিবারভুক্ত নয়।"

ইন্টারেস্টিং। আমি এখনও এখানে কোনও মানবসৃষ্ট আইনের উল্লেখ বা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি না, এটি দুটি পক্ষের মধ্যে রায়ের উৎস হবে। আরও পড়লে হয়তো খুঁজে পাব?

তিনি رحمه الله চালিয়ে যান: وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي آيَةِ الْمُنَافِقِ: "إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ: "الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ".

অনুরূপভাবে মুনাফিকের আলামত সম্পর্কে হাদিসটি আছে: "যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার উপর অর্পিত হয় তখন সে খেয়ানত করে।" আর আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) এর বক্তব্য: "গান গাওয়া হৃদয়ে কপটতা বৃদ্ধি করে"।

এটা অদ্ভুত – এগুলো জাহিলিয়াতের লোকেরা যে কাজগুলো দ্বারা পরিচিত তার মতই মনে হয়?

মানুষের তৈরি আইন, যা দুই পক্ষের মধ্যে বিচারের উৎস, তার কোনো উল্লেখ বা উদাহরণ নেই। হয়তো আমরা কিছু মিস করছি?

৫ম প্রমাণ

মহান ইমাম رحمه الله বলতে থাকেন:

لَيْسَ وُجُوهُ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا فِي الذُّنُوبِ : أَنَّ رَاكِبَهَا يَكُونُ جَاهِلًا وَلَا كَافِرًا وَلَا مُنَافِقًا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، وَمُؤَدٍّ لِفَرَائِضِهِ، وَلَكِنْ مَعْنَاهَا: أَنَّهَا تَتَبَيَّنُ مِنْ أَفْعَالِ الْكُفَّارِ، مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌّ

عَنْهَا فِي الْكِتَابِ وَفِي السُّنَّةِ، لِيَتَحَامَاهَا الْمُسْلِمُونَ وَيَتَجَنَّبُوهَا، فَلَا يَتَشَبَّهُوا بِشَيْءٍ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَلَا شَرَائِعِهِمْ.

"এই বর্ণনাগুলোর আপাত অর্থ ও উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যে ব্যক্তি এসব গুনাহ করছে সে অজ্ঞ, কাফির বা মুনাফিক—অথচ সে আল্লাহ ও তাঁর নাযিলকৃত বিষয়ে বিশ্বাসী এবং তার ফরজ duties ও পালন করছে। বরং এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হলো: এগুলো (উল্লিখিত কাজসমূহ) কাফিরদের কাজ, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিষিদ্ধ ও হারাম, যেন মুসলিমরা এগুলো (এসব কাজ) থেকে বেঁচে থাকে ও দূরে থাকে, এবং তাদের (কাফিরদের) কোনো আচার-আচরণ বা 'شَرَائِعِهِمْ' অনুকরণ না করে।"

তারা ভেবেছিল যে তাদের হাতে চূড়ান্ত প্রমাণ আছে—সেটা ছিল ' شَرَائِعِهِمْ 'শব্দটির ব্যবহার। তারা বললো [রূপকভাবে]: হা! এটা মানে মানব-প্রণীত আইন! আমরা তোমাকে পাকড়াও করেছি! ইমাম এখানে শুধু সাধারণ গুনাহর কথা বলেছেন, তোমাদের দাবি মতো শির্ক বা কুফরের কথা নয়!

দুর্ভাগ্য তাদের জন্য, পুরো অধ্যায়টি পড়ে নেয়াটা তাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হতো, এই ভাবার আগে যে তারা কোনো Ace পেয়ে গেছে(জেতার হাতিয়ার পেয়ে গেছে)।

মনে আছে যখন আমি কিছু কথা মাথায় রেখে দিতে বলেছিলাম? আমরা এইমাত্র যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তার প্রায় ১০ পৃষ্ঠা আগে মহান ইমাম বলেছেন, এবং দয়া করে মনোযোগ দাও:

فَكَذَلِكَ هَذِهِ الذُّنُوبُ الَّتِي يُنْفَى بِهَا الْإِيمَانُ، إِنَّمَا أَحْبَطَتِ الْحَقَائِقُ مِنْهُ الشَّرَائِعَ الَّتِي هِيَ مِنْ صِفَاتِهِ.

"এভাবে, যে পাপগুলো কারও ঈমানের পরিপূর্ণতাকে বিনষ্ট করে; তা (অর্থাৎ, এই পাপগুলো) ঈমানের পরিপূর্ণতার বাস্তবতাগুলোকে ব্যক্তির থেকে অপসারণ করে, এর (ঈমানের পরিপূর্ণতার) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে যেসব কর্ম রয়েছে সেগুলোকে দূর করার মাধ্যমে।"

আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে الشرائعবলতে কেবল শরীয়াহ অনুসারে কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে। তাই, যখন আমরা তাদের কথিত প্রধান যুক্তির দিকে ফিরে যাই— فَلَا يَتَشَبَّهُوا بِشَيْءٍ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَلَا شَرَائِعِهِمْঅর্থাৎ "তাদের চরিত্র বা -شَرَائِعِهِمْএর কোনো কিছুর অনুকরণ করবে না"—এখানে شَرَائِعِهِمْ বলতে শুধুমাত্র তাদের সেইসব কাজকে বোঝানো হয়েছে, যা দ্বারা তারা পরিচিত {(অবশ্যই শিরক ও কুফরের মতো কাজ বাদ দিয়ে, যা দিয়ে তারা প্রসিদ্ধ) অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ডে তাদের অনুকরণ না করা}।

তিনি অধ্যায়ের শুরুতেই সীমাবদ্ধতার কিছু অংশ ব্যবহার করেছেন যখন তিনি পুরো অধ্যায়ের জন্য যেসব পাপের উপর আলোকপাত করছেন তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরছেন, এবং এখন তিনি شَرَائِعِهِمْ উল্লেখ করছেন। এই শব্দটি বোঝার একমাত্র উপায় – লেখক ইতিমধ্যেই স্পষ্টভাবে এই শব্দটির ব্যবহার কীভাবে করতে চান তা যোগ্য করে তুলেছেন তা বাদ দিয়ে – এটিকে পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবহৃত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে বোঝা[(أَخْلَاقُ (আচরণ), وَتَسْمِيَتُهُمْ (তাদের লেবেল/উপাধি), وَسُنَنُهُمْ (তাদের ঐতিহ্য), (وَأَلْفَاظُهُمْবক্তব্য) এবং وَأَحْكَامُهُمْ (তাদের কর্ম)] কোনো স্বতন্ত্রতা বা স্বতন্ত্রতা ছাড়াই, যা একই সাথে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

সত্যি বলতে, আমি এটিকে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা করতে পারি, কিন্তু ইনশাআল্লাহ, আন্তরিক হৃদয় এবং অর্ধ-সক্ষম মস্তিষ্কের জন্য এটি যথেষ্ট হবে।

এই প্রচেষ্টা থেকে যে কোন উপকার পাওয়া যায়, তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর এতে যে কোন ভুল বা ত্রুটি পাওয়া যায়, তা আমার ভুল এবং ত্রুটির কারণে।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ